সংবাদ

তারিখ 06 APR 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ এবং মূল্যবোধ সঙ্কট

ইফতে খায়রুল ইসলাম নাজিম

বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির সুবাদে অন্যান্য পণ্যের মতো আজকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত। কিন্তু শিক্ষার যে মূল লক্ষ্য এবং বিকাশ সে দিক থেকে এটি কোনভাবে পণ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে অন্যান্য প্রাণীর আগমন যেমনটি করে থাকেন, মানুষের আগমনও তদ্রূপ। কিন্তু মানব সন্তান তার মেধা এবং বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে অন্যান্য প্রাণী থেকে নিজেকে আলাদা করে তোলে ক্রমাগত। এই আলাদা করার পেছনে যেটি মোক্ষম ভূমিকা পালন করে সেটিই হচ্ছে শিক্ষা। এটি প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক হতে পারে। সময়ের বিবর্তনে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে ক্রমান্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। তাই বলে প্রকৃত মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে শিক্ষা লাভের গুরুত্ব কোন মতেই হ্রাস পায়নি। বরং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মেলবন্ধন মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার পথে সহায়তা করছে বহুলাংশে। অগ্রজদের কর্মচেতনা এবং লব্ধ অভিজ্ঞতা যুগ যুগ ধরে পুস্তিকাকারে অনুজদের মনন বিকাশে সহায়তা করে আসছে। এ অনুচর্চার পেছনে শিক্ষার ইনস্টিটিউশন এবং এর কারিগর বা শিক্ষকদের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

শিক্ষাদানের লক্ষ্যে যুগ যুগ ধরে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে দেশের আনাচে-কানাচে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠার পিছনে নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রতিষ্ঠাতাদের মহতী অনুপ্রেরণা কাজ করেছিল। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষা বিকাশের মাধ্যমে মানুষকে আলোকিত করা। সমাজে বিরাজমান কুসংস্কার থেকে পশ্চাৎপদ জাতিকে বের করে এনে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া।

এ প্রক্রিয়ায় যারা শিক্ষকতা পুঁজি করে কখনো বিত্তবৈভব গড়ে তোলা তাদের লক্ষ্য ছিল না। সময়ের বিবর্তনে আজ আমরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছি। পরিবর্তন এসেছে আমাদের রুচিবোধেরও। এই পরিবর্তনের দোলাচলে ভালো মন্দ দুটিই সংযোগ ঘটেছে। শিক্ষা ব্যবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। এক সময়ে শিক্ষক ছাত্রকে পাঠদানের মধ্য দিয়ে আত্মতৃপ্তি পেতেন; আজকের সমাজ প্রেক্ষাপটে বলতে হবে ঠিক তার উল্টো ঘটছে। এক সময়ে শিক্ষক ছাত্রের বন্ধুসুলভ আচরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী সত্যিকার অর্থে সুশিক্ষিত হয়ে উঠত। কিন্তু বাজার অর্থনীতির হাওয়ায় এখন সে আচরণ তেমন একটা লক্ষ্য করা যায় না। বরং আজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে উদ্যোক্তার মহৎ উদ্যোগের চেয়ে বাণিজ্যিক প্রবৃত্তি এবং শিক্ষকতা পেশা গ্রহণের পেছনে অর্থ উপার্জনের চেতনা বেশি কাজ করছে। এ হাওয়া শুধু যে শহরে ঘটছে, তা কিন্তু নয়। এই উত্তাল হাওয়া শহর ছেড়ে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে আজ।

শিক্ষা বাণিজ্যিকীকরণের অন্তঃমূলে গেলে দেখা যায় এ অনিয়ম শুধু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, একেবারে নার্সারি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে সুষ্ঠ শিক্ষানীতির অভাবে এখানে একমুখী শিক্ষার পরিবর্তে বহুমুখী শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় বলতে হয় শিক্ষা বাণিজ্য ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি শহর গ্রামে নামিদামি কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি গজিয়ে উঠছে কওমি মাদ্রাসাসহ বাস্তব জ্ঞান বিবর্জিত এক ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা। বিচ্ছিন্ন এ শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন ধরনের সমন্বয় না থাকায় প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হচ্ছে না। বরং এসব প্রতিষ্ঠানের আদলে উদ্যোক্তারা এক ধরনের শিক্ষা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সহযোগী হিসেবে পিছিয়ে নেই এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দও। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে শ্রেণী কক্ষই পাঠদানের উত্তম স্থান। কিন্তু আজকের বাস্তবতায় যে কোন শিক্ষার্থী বা অভিভাবক শ্রেণী কক্ষকে নিশ্চিত পাঠদানের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করেন না। শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মনোবৃত্তির চেয়ে প্রাইভেট পড়ানোর উদ্দীপনা অভিভাবকদের হাইটেনশনজনিত রোগে বেশি ভুগতে হচ্ছে। রাজধানীর নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অজপাড়া গায়ের শিক্ষা ইনস্টিটিউশনের শিক্ষকরাও এর থেকে পিছিয়ে নেই। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারীদের একের পর এক আবদার মিটাতে গিয়ে স্বল্প আয়ের অভিভাবকদের জীবন আজ বহুলাংশে অতিষ্ঠ। এক সময়ে একজন অভিভাবক তার সন্তানকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করাতে যা না ব্যয় করতেন, আজকে সন্তানকে নার্সারিতে ভর্তি করিয়ে বছরে তার চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

নিম্ন পর্যায়ের শিক্ষা চেয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় বহুলাংশে বর্ধিত এটি সবার জানা। যাদের মেধা এবং অর্থবিত্ত রয়েছে তারাই উচ্চ শিক্ষায় যাবেন এটিই স্বাভাবিক। এ প্রক্রিয়ায় কারও দ্বিমত নেই। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার নামে আজকে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি গড়ে ওঠা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যে ধরনের শিক্ষা বাণিজ্য চলছে তা সত্যিকার অর্থে উদ্বেগজনক। একটি মাত্র অট্টালিকার প্রাচীরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষাকে যেভাবে বেঁধে ফেলেছে এ সব নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয় তা রীতিমতো প্রশ্নবিদ্ধ। এমন অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেখানে অনেক ফ্যাকাল্টি চালু করা হলেও নেই উপযুক্ত শিক্ষক, পাঠাগার। উচ্চ শিক্ষার বিদ্যাপীঠ হিসেবে যে ধরনের ক্যাম্পাস প্রয়োজন তার কোন উপস্থিতি এ সব বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে নেই। সেমিস্টারের পর সেমিস্টার দ্রুত শেষ করে নতুনভাবে ছাত্র ভর্তিই এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। বেসরকারি এমন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেখানে উচ্চ শিক্ষার কোন প্রকার মান সংরক্ষণ করা হয় না। একবার কোন এক অনুষ্ঠানে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত এমবিএ শিক্ষার্থীর গল্প শুনে আক্কেলগুড়ুম হওয়ার অবস্থা। চাকরিজীবী এ শিক্ষার্থীর গল্প ঃ রাজধানীর ধানমণ্ডিতে একটি নামি বিশ্ববিদ্যালয়ে সে এমবিএ কোর্স সম্পন্ন করছে। সেমিস্টার শেষ হওয়ার পূর্বে শিক্ষক তাকে কয়েকটি প্রশ্ন সাজেস্ট করল চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য। বেচারা চাকরিজীবী। তাও আবার গার্মেন্টসে। এত পড়াশোনার সময় বা কোথায়। পরীক্ষায় সে দেখে দেখে উত্তরপত্রে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। কর্তব্যরত শিক্ষক তার এ অসদুপায় দেখে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। নাছোড়বান্দা শিক্ষার্থী শিক্ষককে ধরে বলে উঠল টাকা দিয়ে ভর্তি হয়েছি। সার্টিফিকেটই আমার লক্ষ্য। বেচারা শিক্ষক বাধ্য হয়ে ছাত্রের আবদারে হার মানলেন। এ যদি হয় আমাদের উচ্চ শিক্ষার চিত্র। তা হলে এ প্রজন্ম থেকে আমরা কি ধরনের সেবা আশা করতে পারি?

আজকাল অভিভাবকদের কাছ থেকে অহরহ শুনতে হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান নানা ধরনের অনিয়মের কথা। কিন্তু প্রতিকারের উদহারণ একেবারেই নেই। সন্তানকে নার্সারিতে ভর্তি করানোর পর পরই আজকে প্রতিষ্ঠানের এ চাহিদা তো কালকে অন্যটা। একটা মিটানো হলো তো, আরেকটি উপস্থিত। এরূপ অবস্থা বিদ্যা অর্জনের প্রতিটি ধাপে ধাপে চলছে। অন্যদিকে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকদের পাঠদানের বাধ্যবাধকতা না থাকায় শিক্ষার্থীরা বাধ্য হচ্ছে প্রাইভেট টিউশনের প্রতি। অন্যভাবে বলতে হলে এভাবে বলা যায়- শিক্ষকরা ছাত্রদের প্রাইভেট পড়াতে বাধ্য করছেন। এভাবে শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরের কারণে অল্প আয়ের অভিভাবকদের জন্য ক্রমান্বয়ে শিক্ষা সোনার হরিণ হয়ে উঠছে। কিংবা সন্তানকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার প্রয়াসে ব্যয় মিটাতে গিয়ে অন্যপথে পা বাড়াতে হচ্ছে পিতামাতাকে। যার মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনে এক ধরনের অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষকদের শিক্ষাদানের চেয়ে আয়ের মনোবৃত্তি দেখে রম্য কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষায় বলতে হয়- এভাবে পেটের বিদ্যা মাথায় ওঠে না। সত্যিই পেটের ধাক্কা বা বিত্তবৈভব আশায় যখন শিক্ষক সমাজ অন্ধ হয়ে পড়ে, সেই শিক্ষক সমাজ দ্বারা উৎকৃষ্ট মূল্যবোধসম্পন্ন প্রজন্ম জাতি আশা করতে পারে না। বরং হাজারো অনিয়ম আর বিচ্ছিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের যে প্রজন্ম বেরিয়ে আসছে তারা যেমনি নৈপুণ্যতার দিক থেকে পরিপূর্ণ নন, তেমনি মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত রুগ্ন। তাদের কাছ থেকে জাতি যে ধরনের সেবা প্রত্যাশা করে সঙ্গতকারণে বাস্তব জীবনে তারা সেটি দিতে বহুলাংশে ব্যর্থ হচ্ছে।

অতঃ রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে যে বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য

গৌরনদাতে প্রতি...
র‍্যালি ও আলোচ...

প্রতিনিধি, গৌরনদী

জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উ...
বরিশাল অঞ্চলের প্রতি...
কর্মসূচি প্রকল্পের উদ্যে...
নলচিড়া ইউনিয়নে ...
প্রতিবন্ধীদের নিয়ে র‍্যালি...
র‍্যালি শেষে নলচিড়া ক...
এক আলোচনা সভা ...
চার্চের পালক প্রধান ...
বটলের সিএমসির সভ...
হয়। সভায় বক্তৃতা ...
প্রেসক্লাবের সভাপতি ...
হোসেন, কারিতাস ব...
প্রাকৃতিক দুর্যোগ কর্মসূচি...
গমেজ, ডিকন অসীম, ম...
গনসালভেস প্রমুখ। র‍্যা...
সভায় ইউনিয়নের শ...
অংশগ্রহণ করেন।

মঠবাড়িয়ায় ফ্রি...
মেডিকেল ক্যা...

প্রতিনিধি, মঠবাড়িয়া (পি...

পিরোজপুরের মঠবাড়ি...
প্রতিষ্ঠান পল্লী উন্নয়ন ...
উদ্যোগে উপজেলার ১১...
রোগীদের বিনামূল্যে ...
লক্ষ্যে ১১ দিনব্যাপী ফ্রি...
ক্যাম্প গত বুধবার শেষ...
মার্চ থেকে শুরু হওয়া এ...
বুধবার বড়মাছুয়া ইউনিয়...
হোমিও মেডিকেল ক্যাম্প...
ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ...
বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের ...
প্রফেসর ডা. এন ইউ ...
১১ দিনব্যাপী এ ফ্রি ...
ছয়জন হোমিও বিশেষজ্ঞ...
গঠিত মেডিকেল টিম...
ইউনিয়নে দুস্থ রোগী...
চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ ...

কাউখালীতে মহি...
আলোচনা সভা

প্রতিনিধি, কাউখালী (পি...

গত ৪ এপ্রিল বাংলাদে...
কাউখালী শাখা ৩৭...
উপলক্ষে এক আলোচনা...
অনুষ্ঠানের আয়োজন ...
সভাকক্ষে অনুষ্ঠানে প্র...
উপজেলা নির্বাহী কর্মক...
মহিলা পরিষদ সভানে...
সভাপতিত্বে অন্যান্যের ...
পরিষদ সম্পাদিকা ...
সাংগঠনিক সম্পাদিকা...
আন্দোলন সম্পাদিকা ...
হোসেন, সরকারি কলে...
শিক্ষক জাহাঙ্গীর হো...
বিদ্যালয়ের প্রধান শি...
ইউপি সদস্য আলেয়া...
এডভোকেট কমল মুখা...
লতিফ খসরু, প্রেস...
মাহমুদ সিকদার, ...
কামরুজ্জামান প্রমুখ ...
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ...